উপদেষ্টা
ডঃ মুহাম্মদ ইব্রাহীম
ডঃ সৈয়দ মাহবুবুর রহমান
ডঃ হুমায়ুন আহমেদ
ডঃ ভূঁইয়া ইকবাল
ডঃ আতিক রহমান

সম্পাদনা উপদেষ্টা
মোঃ আবদুল কাদের

সম্পাদক
এস, এ, হি, এম, বদরুদ্দোজা

নির্বাহী সম্পাদক
খোন্দকার নজরুল ইসলাম

প্রধান নির্বাহী
ভূঁইয়া ইনাম লেনিন

শিল্প নির্দেশনা
আহসান হাবীব

সহকারী সম্পাদক
মইনউদ্দীন স্বপন
মুঃ তারেকুল মোমেন চৌধুরী

সম্পাদনা সহযোগী
• এম, আর সিদ্দিকি • শা, সা,
• সাইদ, এ, সাহেদ • কামাল হক
• আসিফ মাহমুদ • মোস্তাফা আনোয়ার
• এইচ এস ফিরোজ • শফিক মঞ্জুর
• শীনা ইনাম • আবদুল হক
• লোকমান হোসেন • মইনুল ইসলাম

বিদেশ প্রতিনিধি
ডঃ মুহম্মদ জাফর ইকবাল - আমেরিকা
তানভীর আহমেদ লেনিন - আমেরিকা
ডঃ এস, মাহমুদ - বৃটেন
নির্মল চন্দ্র চৌধুরী - অষ্ট্রেলিয়া
হারুনুর রশিদ - জাপান
এস, বানার্জী - ভারত
রেজোয়ান স্পুটনিক - ভারত

কমপিউটার কম্পোজ ঃ
কমপিউটার লাইন
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫।
ফোন ঃ ৫০ ৬৪ ৮৫

মুদ্রণ ঃ
ক্যাপিটাল প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজেস লিঃ
৫০ - ৫১ বেগম বাজার, ঢাকা।

দাম প্রতি সংখ্যা দশ টাকা
বার্ষিক সডাক এক শত টাকা
ষান্মাসিক সডাক ষাট টাকা

প্রকাশক ঃ নাজমা কাদের
১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা - ১২০৫।
ফোন ঃ ৫০ ৬৪ ৮৫

সম্পাদকের দপ্তর থেকে

রাজস্ব বিভাগের ব্যাখ্যা প্রয়োজন

সরকারের রাজস্ব বিভাগকে সাধুবাদ। দেরীতে হলেও কমপিউটার আমদানীর উপরে ধার্য্য কর তারা কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দেশে বর্তমানে যে কমপিউটারায়নের প্রক্রিয়া চালু রয়েছে তা হঠাৎ করে থমকে দাঁড়ানোর মুখোমুখি হয়েছিল গত বাজেট পরবর্তী কমপিউটারের উপরে আমদানী কর বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে। আপাততঃ সে আশংকা থেকে কিছুটা মুক্ত হওয়া গেল।

গেল বাজেটের আগে কমপিউটারের উপরে আমদানী করের পরিমাণ ছিল দশ শতাংশ এবং এর সঙ্গে কোন প্রকার বিক্রয় কর যুক্ত হত না। আমদানী করের সাথে আট শতাংশ উন্নয়ন সারচার্জ, আড়াই শতাংশ অগ্রীম আয়কর যোগ করলে কমপিউটার আমদানীর উপরে সর্বমোট দেয় করের পরিমাণ হত তেইশ শতাংশ। এরপর নতুন বাজেটে এই কর বৃদ্ধি পায় এবং তার সাথে যোগ হয় পনের শতাংশ ভ্যাট। আমদানী শুল্ক বাড়িয়ে করা হয় কুড়ি শতাংশ। অবিশ্যি বিক্রয় কর ও উন্নয়ন সারচার্জ দুটোই নতুন ব্যবস্থায় বাদ পড়ে; ঠিক থাকে আইপি ফী ও অগ্রীম আয়কর। এতে মোট করের পরিমাণ দাঁড়ায় পঁচিশ শতাংশ — আগের চাইতে দুই শতাংশ বেশী। নতুন ভ্যাট চালু হওয়াতে করযুক্ত মূল্যের উপর পনের শতাংশ (মূল মূল্যের আঠার শতাংশ) ভ্যাট চালু হয়। এর ফল দাঁড়ায় — কমপিউটার আমদানীর উপর মোট করের পরিমাণ তেতাল্লিশ শতাংশ।

এই কুড়ি শতাংশ মূল্য-বৃদ্ধি ছিল আশংকাজনক এবং নিশ্চিত ভাবে বলা যায় দেশের কমপিউটারায়নের গতি এতে মন্থর হত; একেবারে স্তব্ধ প্রায় হয়ে যাওয়াও আশ্চর্য্য ছিল না। এ ব্যাপারে **কমপিউটার জগৎ** তার বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। কর বৃদ্ধির আগে থেকেই আমরা এ ব্যাপারে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিলাম। পত্রিকার গত সংখ্যার সম্পাদকীয়তেও এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয় এবং 'কমপিউটার এবং পেরিফেরালসের উপর ভ্যাট ও শুল্ক অনিয়ম' শিরোনামে একটি নিবন্ধও ছাপা হয়। যা হোক কমপিউটারের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের লেখালেখি ও চেষ্টার ফলে কর্তৃপক্ষ প্রকৃত অবস্থা অনুধাবনে সমর্থ হন ও কমপিউটারের উপরে আমদানী কর পাঁচ শতাংশে কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেন।

নতুন পাঁচ শতাংশ আমদানী শুল্ক প্রয়োগ করা হলে আড়াই শতাংশ আই,পি ফী ও আড়াই শতাংশ অগ্রীম আয়কর ধরে মোট আমদানী কর দাঁড়ায় দশ শতাংশে। তবে এর সাথে যখন ভ্যাট যোগ করা হবে তখন তা দাঁড়াবে ছাব্বিশ দশমিক পাঁচ শতাংশে। (একশ' দশের পনের শতাংশ দাঁড়ায় ষোল দশমিক পাঁচ শতাংশ) বাজেট-পূর্ব করের চাইতে এটি এখনো সাড়ে তিন শতাংশ বেশী। এর প্রভাবও অস্বীকার করা যাবে না, তবে পূর্ব-প্রয়োগকৃত কুড়ি শতাংশ বৃদ্ধির চাইতে এটা হবে অনেক সহনীয়। এ ব্যাপারে রাজস্ব বিভাগ এবং সরকারকে আমরা অনুরোধ করবো – কমপিউটারের উপর থেকে ভ্যাট উঠিয়ে নেয়া যায় কি না সে ব্যাপারটি পর্যালোচনা করে দেখতে।

কমপিউটারের আমদানী শুল্ক কমানোর জন্যে যে প্রজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে তাতে শুল্ক বিভাগ বলেছেন কমপিউটারের উপর আমদানী শুল্ক পাঁচ শতাংশ করা হল, তবে কমপিউটারের খুচরা যন্ত্রাংশ ও এ্যাকসেসরিজের উপর আগের মতই কুড়ি শতাংশ (?) থাকল। এ ব্যাপারে কমপিউটার বলতে কর্তৃপক্ষ কি কি যন্ত্র-সমন্বয় বুঝাচ্ছেন তা পরিস্কার নয়। যেমন অনেক ক্ষেত্রে হার্ড-ডিস্কসহই কমপিউটার আমদানী করা হয়। এক্ষেত্রে হার্ড-ডিস্কের জন্যে কি শুল্ক আলাদা ভাবে নির্ণয় করা হবে (!) না হার্ড-ডিস্ক কমপিউটারেরই অবিচ্ছেদ অংশ বলে বিবেচিত হবে? অন্ততঃ পক্ষে একটি মনিটর, একটি কী-বোর্ড ও একটি সি,পি, ইউ না হলে একটি কমপিউটার সিসটেম হয় না। এগুলো যদি আলাদা আলাদা ভাবে আমদানী করা হয় তবে কোন্ হিসাবে শুল্ক আরোপিত হবে? অনেক ক্ষেত্রে মনিটর ও সি, পি, ইউ একই সংগে অবস্থান করে; যেমন এ্যাপলের ম্যাকিন্টশ্ কমপিউটারে। এক্ষেত্রে একটি মনিটরের উপরে শুল্কের ধরণ কী হবে। অন্যান্য পি সি কমপ্যাটিবলের মনিটরগুলোর ব্যাপারেই বা কী হবে। এ সমস্ত ব্যাপারে রাজস্ব বিভাগের যথাযথ ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি। অন্যথায় অপব্যাখ্যার উদ্ভব হতে পারে। আমদানীকারকদের হয়রানির মধ্যে পড়তে হতে পারে বা সরকার যথাযথ কর থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং জরুরী পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। ♦